Vol. 28 | No. 1 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লালন-প্রতিভার মূল্যায়ন

Volume	28
Issue	1
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস. এম. লুৎফর রহমান
Published online	September 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v28i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i1.4
Pages	95-130
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

লালন-প্রতিভার মূল্যায়ন

এস. এম. লুৎফর রহমান

বাঙ্‌লা কাব্যের প্রায় এক হাজার বছরের ঐতিহ্যধারায় বাউল কবি লালন শাহের আবির্ভাব। তিনি লোক-কবি হিসেবে —শহুরে সাহিত্যের প্রভাব-বর্জিত গ্রামীণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত থেকেও বাঙ্‌লা গানের ধারাকে যে কিভাবে সমৃদ্ধ ক'রেছেন—তা' আজও সম্যকভাবে আলোচিত হয়নি। সেই সঙ্গে কবি হিসেবে লালন শাহের অবদানেরও কোন মূল্যায়ন হয়নি। বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়নি—তাঁর কাব্য-প্রতিভার। বক্ষমান নিবন্ধে হাজার বছরের বাঙ্‌লা গানের ও কাব্য-সাহিত্যের কতিপয় বিশেষ ধারার সঙ্গে লালন-গীতির তুলনার সাহায্যে, ঐতিহ্যসচেতন কবি হিসেবে লালন শাহের গানের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত ও সেই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করা হবে।

বস্তুতঃ লালন-গীতির ঐতিহ্য বিপুল ও সমৃদ্ধ। বজ্র-গীতিকা, দোহা-কোষ-গীতিকা, চর্যাপদ, ইরানী গীতিকবিতা বা ফার্সী গজল, বৈষ্ণব পদাবলী, সন্তগাঁথা, শাক্তগান এবং কর্তাভজাদের সংগীতের ঐতিহ্যধারাতেই লালন-গীতির অভ্যুদয়। এসব গানের ঐতিহ্যেই লালন-গীতি ঐশ্বর্যময়। তাই, এসব ধর্ম-গাঁথার সঙ্গে লালন-গীতির তুলনা ক'রলে, কাব্যক্ষেত্রে লালন-প্রতিভার সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে।

১. দোহাকোষ-গীতিকা

ক. ''নগ্‌গল হোইঅ উপাট্টিঅ কেসে।
ঘবনেহি জান বিড়ম্বিয় বেসে ॥
অপ্‌পনু বাহিঅ মোক্‌খ উএসে।
জই নগ্না বিঅ হোই মুক্তি
তা' শুনহ শিআলহ ;

লোমোপ্পটনে অচ্ছ সিদ্ধিঅ
তা' জুবই নিত্যম্বহ ।।
পিচ্ছী গহণে দিট্ঠী মোক্খ
তা' করিহ তুরঙ্গহ ;
উরভেঁ ভোঅণেঁ হোণ জান
তা' করিহ তুরঙ্গহ ।।''[১]

অর্থ : 'ক্ষপণকেরা নগ্ন হয়, কেশ উৎপাটন ক'রে নিজের শরীরকে বিড়ম্বিত করে। তাঁরা নিজেরা জানেনা, অথচ মোক্ষের উপদেশ দেয়। যদি নগ্ন হ'লেই মুক্তি হোত, তা' হ'লে শৃগাল-কুকুরের মুক্তি হোত, লোম উঠালেই যদি সিদ্ধি লাভ হোত, তা' হ'লে তা' হোত, যুবতী-নিতম্বেরও। ময়ূর পুচ্ছ গ্রহণ ক'রলে মুক্তি হ'লেও মুক্তি পেত—হাতী-ঘোড়ায় ; (কিংবা) উচ্ছিষ্ট ভোজনে মুক্তি ঘটলেও, মুক্তি লাভ ক'রত হাতী-ঘোড়ায়।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

''যদি কেউ জট বাড়ায়ে
হ'ত রে সন্ন্যাসী।
তবে তাল গাছেতে জট পড়েছে
সেই গাছের সাবাসী ।।

ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যায়
তাইতে কি সে' হরিকে পায়
তবে বনের পশুকে ভাই
কেন করি দোষী ।।

জলে গেলে হরি পায়
কাছিম সে তো মন্দ নয়
তবে কেন সাধতে হয়
হ'য়ে চরণ দাসী ।।''

খ. ''দেহ সরিসঅ তিত্থ মই সুহঅ ণ দীট্ঠ ও''।[২] অর্থ : 'দেহ সদৃশ তীর্থ আমি কোথাও দেখলাম না।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"গয়া কাশী মক্কা মদীনা
বাইরে খুঁজে ফাক্কায় প'ড়ো না
দেহরতি খুঁজলে পাবি
সকল তীর্থের ফল তাহে ॥"

গ. "ঘরে অচ্ছ, ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই।
পই দেক্খই পড়বেসী পুচ্ছই ॥"[৩]

অর্থ : 'ঘরে আছে, ঘরে আছেই ; বাইরে কেন জিজ্ঞেস করছ, পতিকে (সামনে) দেখেও (কেন তার কথা) প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস ক'রছ।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"আমার হ'ল কি ভ্রান্ত মন।
বাইরে খুঁজি ঘরের ধন ॥"

অথবা—

"বল্ কারে খুঁজিস খ্যাপা দেশ-বিদেশে।
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনা'সে ॥"

ঘ. "বজ্ঝাতি জেণ বি জড়া
লঘু পরিমুচ্চতি তেন বি ধুবা ॥"[৪]

অর্থ : 'মূর্খেরা যাতে আবদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা হন তাতেই মুক্ত।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"যা ছুঁইলে প্রাণে মরি
এ জগতে তাইতে তরি
বুঝেও তা' বুঝতে নারি
খেটে মরি অকারণ রে ॥"

ঙ. "বিষয় রমন্তণ বিসঅ বিলিপ্পই।
উঅর হরই ণ পাণী খিপ্পই ॥

এমই জোঈ মূল সুরত্তো।
বিসহি ন বাহই বিসঅ রসত্তো॥"[৫]

অর্থ : 'বিষয়ে নিরত থেকেও বিষয়ে লিপ্ত নয় (যে), তরঙ্গে অবস্থান ক'রেও পানি স্পর্শ হয়না (যার)—এমন যোগীই প্রকৃত অনুরক্ত (সাধক); (তিনি) বিষয়ে থেকেও বিষয়-বদ্ধ নন।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি
রসিকের অম্‌নি করণি
সে আকর্ষণে আনে টানি
ক্ষীরোদ শশী॥"

কৃষ্ণাচার্য এবং অন্যান্যের দোহার সঙ্গেও লালন-গীতির এরূপ সাযুজ্য দেখানো যেতে পারে। এমন কি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উভয় ধরনের কবিতার মধ্যে শুধু বাহ্য ভাব-সাযুজ্য নয়, তাত্ত্বিক সমধর্মিতাও বিদ্যমান।

২. চর্যাগীতিকা

ক. "জো মন গোঅর আলা জালা।
আগম পোথী ইষ্টা মালা॥"[৬]

অর্থ : 'যে মনগোচর (তাকে বোঝাবার সব চেষ্টা) বৃথা; আগম, পুথি, জপমালা (দ্বারাও তাকে লাভ করা যায় না; সে সবও তুচ্ছ)।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"সত্য বলে জেনে নাও এই মানুষ লীলা।
ছেড়ে দাও নেংটি প'রে হরি হরি বলা॥
... ...
শাস্ত্র তীর্থ ধর্ম আদি
সকলের মূল মানুষ নিধি

তার উপরে নাই রে বিধি,
ভজন পূজন জপমালা ।।"

খ. "কূল লই খরে সোন্তে উজাঅ ।
সরহ ভণই গঅণেঁ সমাঅ ।।"[৭]

অর্থ : 'কূল ধরে খরস্রোত উজিয়ে, সরহ বলেন গগনে (শূন্যে) প্রবেশ কর।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"ওপার যদি যাইতে চাহো ।
ধার চিনে উজান বাহো ।।"

অথবা—

"অনুরাগ তরণী বরো
ধার চিনে উজান ধরো
লালন কয় সে করতে পারো
মূল ঠিকানা ।।"

গ. "জইসো জাম, মরণ বি তইসো ।
জীবন্তে ম (ই) লেঁ নাহি বিশেসো ।।"[৮]

অর্থ : 'যাতে জন্ম তাতেই মৃত্যু, জীয়ন্তে-মৃতে কোন ভেদ নেই।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"কেন রে মন এমন হ'লি
যাতে জন্ম তাইতে ম'লি ।"

অথবা—

"সিরাজ সাঁই কয় অর্থ বচন
জন্ম মৃত্যু ফাঁদ রে লালন
এড়াবি কিসে——
যে জন জ্যান্তে ম'রে
খেলতে পারে
সেই সে যাবে বেঁচে ।। "

ঘ. "বাহ্ তু কামলি গঅণ উবেসেঁ ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ ।।
খুণ্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি ।
বাহ তু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ।।"[৯]

অর্থ : 'এ জন্ম গেলে আর কি ভাবে ফিরে আসে ? খুঁটি উপড়ে কাছী তুলে, হে কামলী, তুই সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুযায়ী বেয়ে চল্ ।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"নিরিখ রেখে ঈশান কোণে
চালাও তরী সযতনে
গালি খালি মরবি প্রাণে
জানা যাবে মাঝি গিরি ।।"

ঙ. "অমিঅ অচ্ছন্তেঁ বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস অপা ।"[১০]

অর্থ : 'অমৃত থাকতে, পরবশ চিত্ত—বিষ পান করে ।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"কবে হবে নাগিণী বশ
সাধব কবে অমৃত রস
সিরাজ সা' কয় বিষে বিনাশ
হ'লি লালন ।।"

এরূপ আরও অনেক চর্যাগীতির সঙ্গে লালন-গীতির ভাব-সাযুজ্য দেখানো যায়। বস্তুতঃ চর্যাগীতির সঙ্গে লালন-গীতির শুধু বাহ্য ভাব-সামীপ্য নয়, গূঢ় তত্ত্বগত ঐক্যও বিদ্যমান ।

৩. সন্ত-গাঁথা

ক. "বেহ্না দীনহী খেত কো বেহাহী খেত খায় ।"[১১]

অর্থ : 'ক্ষেত রক্ষা করতে বেড়া দিলাম, (অথচ, কী আশ্চর্য) বেড়াই ক্ষেত খায় ।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"ছার জন্যে আনিলাম আধার
আধারে ছা' খেল এবার
লালন বলে এবার আমার
ভগ্ন-দশা ভারি ॥"

অথবা—

"ফাঁদ পাতিলাম ধরব ব'লে
সে ফাঁদ উঠল আপন গলে
এ লজ্জা কি যাবে ধুলে
ভবের কাছারী ॥"

খ. "মাইকি গলে মে সুত নাহি পুত কহারে পাঁড়ে ।
বিবি ফাতিমা কি সুন্নত নাহি কাজি
বাহ্মন দোনো ভাঁড়ে ॥"[১২]

অর্থ : 'মায়ের গলায় সূতা নেই, ছেলে নিজে ঠাকুর কওলায় (পরিচয় দেয়), বিবি ফাতিমার 'সুন্নত' নেই ; দু'জনেই (সমান) কাজী আর ব্রাহ্মণ।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"বিবিদের নাই মুসলমানি
পৈতে যার নাই সেও তো বাম্নি
বোঝ রে ভাই দিব্য জ্ঞানী
লালন তেমনি খাত্নার জাত এক খান ॥"

গ. "মায়া কারণ মূঁড় মুড়ায়া যহ তৌ জোগ ন হোঈ ।
পীর ব্রহ্ম সূঁ পরচা নাঁহীঁ কপটি ন সীঝৈ কোই ॥
প্রেম প্রীতি ঔর নেহ বিণ সব ঝুটে সিংগার ।
দাদূ আতম রত নহীঁ কূঁ্য মানৈ ভরতার ॥
পীব্ ন পারৈ বাব্রী রচি রচি করৈ সিঁগার ।
দাদূ ফিরি ফিরি জগতসৌঁ পীর সমংদা পার ॥"[১৩]

অর্থ : 'মায়ার বশে মাথা মুড়ানো তো আর যোগ নয়; পরব্রহ্মের সঙ্গে নেই পরিচয়, কাপট্যে কি লাভ! স্নেহ ও প্রেম-প্রীতি ভিন্ন সাজ-সজ্জা নিরর্থক। দাদূর আত্মা যদি সম্মত না হয়, তো কিরূপে সে স্বামীকে মানে ? প্রিয়তমকে পেল না, পাগ্‌লী কেবল বিনাইয়া বিনাইয়া করে সাজ। দাদূ ফিরে ফিরে বেড়ায় জগতে, (অথচ) তার প্রিয়তম আছেন সমুদ্র পার ; ষোড়শ শৃঙ্গার ক'রে সে জগৎকে দেখিয়ে ফিরছে— (অথচ) নিজের অন্তরে পরছে না সাজ, যেখানে আছেন তার প্রিয়তম (প্রভু)।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"হ'তে চাও হুজুরে দাসী
মনে গিল্লাদ পোরা রাশি রাশি ।।
না জেনে সেবা সাধনা
না জেনে প্রেম উপাসনা
সদাই দেখি ইতরপানা
প্রিয় রাজি হবে কিসি ।।

কেশ বেন্ধে বেশ করলে কি হয়
রসবোধ না যদি রয়
রসবতী কে তারে কয়
কেবল মুখে কাষ্ঠ হাসি ।।

কৃষ্ণপদে গোপী সুজন
করেছিল দাস্য সেবন
লালন বলে তাই কি রে মন
পারবি ওরে সুখ বিলাসী ।।"

ঘ. "জংগল মাঁহৈঁ জীব জে জগথৈঁ রহৈ উদাস।
ভীত ভয়ানক রাত দিন নিহচল নারীঁ বাস।।"[১৪]

অর্থ : 'যে সব লোক জঙ্গলে গিয়ে বাস করে, জগতের প্রতি থাকে উদাসীন, ভীত, সন্ত্রস্ত —তারা নিশ্চল (সত্য) এখনও লাভ করেনি।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"কত জন ঘর ছেড়ে
জঙ্গলে বাঁধে কুঁড়ে
লালন বলে রিপু ছেড়ে
পালাবি কোথায় ।।"

ঙ. "উপল বরষি গরজত তরজি ডারত কুলিশ কঠোর ।
চিতর কি চাতক জলদ তজি করহুঁ আনকী ওর ।।"[১৫]

অর্থ : 'মেঘের তর্জন-গর্জন ও শিলাবর্ষণসহ বজ্রপাতের মধ্যেও চাতক পক্ষী, মেঘের জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না। (প্রকৃত সাধকেরও উচিত তেমনি হওয়া) ।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"চাতক যেমন মেঘ ধিয়ানো
অন্য জল সে করে না পান (ও)
ফকীর লালন বলে শ্রেষ্ঠ সেই ভক্তি ।।"

চ. "নীচ নিচাঈ নহি তজৈ জৌ পাবত সত সঙ্গ ।
তুলসী চন্দন বিটপ বাসি বিনু বিষ তে ন ভুজঙ্গ ।।"[১৬]

অর্থ : 'নীচ জন সাধু সঙ্গ লাভ ক'রেও নীচতা ত্যাগ করে না। তুলসী বলেন, (যেমন) চন্দন গাছে সর্প বাস করলেও, সে হয়না বিষহীন ।'

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"ভবৈ নিম্ব বৃক্ষ তার
গোড়ায় দিলে চিনির সার
কখন সেতো হয়না মিঠে
তেমনি কচুর বংশ যে ।।"

ছ. "তুম্ সুনো দয়াল মুঁহারী অরজী ।
ভৌ সংসার বহি জাত হুঁ
কাঢ়ো তো যাঁরী মরজী

য়ো সংসার সগো নহিঁ কোই
সাচা সগা রঘুবরজী।···
মীরা কে প্রভু অরজী সুন লো,
চরণ লগাও যাঁরী মরজী ॥''[১৭]

অর্থ : ''হে দয়াল, আমার আবেদন শোন। এই সংসারে আমি ভেসে চলেছি। নিজ ইচ্ছায় তুমি আমায় (কূলে) তুলে নাও। এ সংসারে আমার আপন কেউ নেই; আছেন শুধু সত্য রঘুবরজী। ··· হে মীরার প্রভু, নিবেদন শোন, স্বেচ্ছায় আমাকে তোমার চরণে দাও — ঠাঁই!''

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

এস হে অপারের কাণ্ডারী।
আমি পড়েছি অকূল পাথারে
দাও আমায় চরণ তরী ॥

প্রাপ্ত পথ ভুলে হে এবার
ভব রোগে জ্বলব কত আর
তুমি নিজ গুণে শ্রীচরণ দাও
তবে কূল পেতে পারি ॥
··· ··· ···
পতিত পাবন নাম তোমার শাঁই
পাপী-তাপি তাইতে দেয় দোহাই
অধীন লালন বলে তোমা বিনে
ভরসা আর কারে করি ॥

এরূপ আরও অনেক সন্ত-গাঁথার সঙ্গে লালন-গীতির কাব্যানুভূতিগত সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, 'সন্ত মত' ও 'বাউল মত' এক নয়। এ-কারণে উভয়ের সাধন-তত্ত্বগত বাণীর ঐক্য বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু উভয় মতবাদ-ই প্রেম-ভক্তি মূলক বিধায় সন্ত-গাঁথার সঙ্গে লালন-গীতির কাব্য রূপায়ণে সাদৃশ্য স্পষ্ট।

৪. ইরানী গীতি-কবিতা

ক. 'সমস্ত পৃথিবীতে আমি একমাত্র তোমাকেই চাই। তুমি কি আমাকে দুঃখের মধ্যেই ফেলে রাখবে? আমার হৃদয় তোমার হাতে কলমে। আমি আনন্দিত হই বা বিমর্ষ হই—তার কারণ তুমিই। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তুমি আমাকে যা করাও, আমি তা-ই করি। তুমি যে ভাবে আমাকে রাখ, আমি সেই ভাবেই থাকি। আমার আত্মাকে তুমি যে রূপে ইচ্ছা সেই রূপেই পরিচালিত কর। আমি কে? আমার ভালবাসাই বা কি? ঘৃণাই বা কি? যখন তুমি লুক্কায়িত হত, তখন আমি পথচ্যুত হই। আবার যখন তুমি প্রকাশমান হও—আমিও হই বিশ্বাসী।'[১৮]

তুলনীয় লালন-গীতিকা:

"গুরু দোহাই তোমার মনটি আমার
লওনা সুপথে।
তুমি না তরাইলে গুরু
তরি কি মতে॥

যন্ত্রের যন্ত্রীর মতন
বাজাও যেমন
বাজি তেমন
অমনি মতন
আমারি মন
তাল তোমারি হাতে॥" ...

খ. "বইয়ের পাতা ধুয়ে ফেল, যদি তুমি আমার সহপাঠী হও; কেননা, প্রেমের বিদ্যা পুথির মধ্যে নেই।"[১৯]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"বহুবেদ পড়া শুনা
শনিতে পায় রে মনা
প্রেম-পীরিতের উপাসনা।
কোন বেদে নাই॥"

গ. 'যে গাছের ফল তিক্ত, এমন কি যদি তুমি তাকে বেহেশ্‌তেও রোপণ কর,
এবং যদি, জল সেচনের সময় তুমি তার মূলে
শারাবন তহুরা ঢালো,
পরিণামে সে তার প্রকৃতি অনুযায়ী
তিক্ত ফল-ই দান করে।'[২০]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"ভবে নিম্ব বৃক্ষ তার
গোড়ায় দিলে চিনির সার
কখন সে তো হয় না মিঠে
তেম্‌নি কচুর বংশ যে ॥"

ঘ. 'যদি তুমি অন্ধকারে একটি কাকের ডিম বেহেশ্‌তের বাগিচার কোন কোকিলের বাসায় রাখ, এবং যদি সে বাচ্চাকে পরিপালন করতে ফির্দৌসের আপেল খাওয়াও, এবং দাও তাকে সলসাবিল ঝর্ণার পানীয়, এবং জিব্রাইলও যদি তাঁর নিঃশ্বাস ঐ ডিমের মধ্যে দান করেন, তথাপি পরিণামে কাকের ডিম থেকে কাকের বাচ্চার-ই হবে আবির্ভাব, এবং বেহেশ্‌তের কোকিলের সব চেষ্টাই হবে বিফল।'[২১]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"গরুর বীজে হয় না ঘোড়া
ঘোড়ার বীজে হয় না ভেড়া
যে বীজ সে গাছ্ জগৎ জোড়া
দেখ রে এই দুনিয়ায় ॥"

ঙ. "তারা বলে সুখ স্বর্গের হুর
আমি বলি সুখ মদিরে বঁধু
বাকি ত্যাজি লহ নগদ যা পাও
দূরের ঢোলক শুনিতে মধু।"[২২]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"ম'লে পাবো বেহেশ্‌ত্‌খানা
তা' শুনে আর মন মানে না
বাকির লোভে নগদ পাওনা
কে ছেড়েছে এই ভুবনে ।।"

চ. 'জলে নিমজ্জিত থাকিয়াও জল খুঁজিতেছ। শরাবে মাস্ত, তবু বলিতেছ—কোথায় শরাব !'[২৩]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"বাস করতেছ সমুদ্রের ধারে
তবু তৃষ্ণা নাহি যায় দূরে
সমুদ্রে বাস ক'রে তোমার
পিপাসাতে যায় জীবন ।।"

ছ. "আসলে তুমিই পবিত্র কোরাণ। তুমি নিজের ভিতর আপন প্রকাশ ভঙ্গি লক্ষ্য কর।"[২৪]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"আদ্‌মী হ'লে আদম চেনে
খুঁজে পায় দেহ-কোরাণে
লালন কয় সিরাজ সাঁহর গুণে
আদম অধর ধরার সুতা ।।"

জ. 'যিনি এই বিশ্বে সারা জাহানের কাম্য, তুমিই সেই। তোমার নিজের ভিতর তাহার সন্ধান কর।'[২৫]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"দিব্য জ্ঞানী যে জন হোল
নিজত্বতে নিরঞ্জন পেল
ফকীর লালন মহা ঘোরে প'ল
শেষ অবস্থায় ।"

ঝ. 'শাহে আউলিয়া এই জন্যই বলিয়াছেন, নিজেকে চেন। নিজেকে জানিলেই খোদাকে জানা হবে।'[২৬]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"খোদ্‌কে চিনলে খোদা চিনি
খোদ্ খোদা বলেছে আপনি
মান্ আরাফা নাফ্‌ছাহু'···বাণী
বোঝা তার কি মানে ।।"

উল্লেখযোগ্য যে, সন্ত-গীতির মত ইরানী গীতি-কবিতার প্রভাবও লালন-গীতিতে 'ভজন' এবং 'গজল'-এর সাহিত্যিক পথেই বিস্তৃত হ'য়েছে। লালন-সমকালীন বাঙালী মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ফার্সী কাব্যের চর্চা হ'ত; লালন নিজে আরবী-ফার্সী জানতেন। ফলে তাঁর গানে তাঁর মত-বাদের সঙ্গে সূফীবাদের নৈকট্য বশতঃ যতটা না হোক, তার থেকে সাহিত্যিক আকৃতিগত কারণে ইরানী গীতি-কবিতা বা ফার্সী গজলের প্রভাব অনেক বেশী কার্যকর হয়েছে।

৫. বৈষ্ণব পদাবলী

ক. "গুরু অন্ত গুরু মন্ত্র গুরু সে পূজার মন্ত্র
গুরুর মহিমা কেবা জানে।
গুরুকে মনিস্য কয় তার গন্তি নাই হয়
মন্ত্রকে অক্ষরী করি লেখে ।।"[২৭]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার
অধঃপাতে গতি হয় তার··· ।" ইত্যাদি।

খ. "শুন সাধু জন মিছে তার গণ
বড়ই কুটিল গতি।
আসিতে যাইতে সেই সে পারিবে
শ্রীরূপ যাহার পতি ।।"[২৮]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"আছে রূপের দরজায়
শ্রীরূপ মহাশয়
রূপের তালা ছোঁড়ান
তাঁর হাতে সদায়।

যেদিন শ্রীরূপ রাজি হবে
ছুঁড়ান নিজ হাতে পাবে
লালন বলে অধর ধরবে তারা ।।"

গ. "বিষ খেয়ে যেবা জারিতে পারে ।।
সেই সে সাধক রাগেতে তরে ।।...
সাধনে সাধক পক্কিত নয়।
বিষ খেলে সেহো নাহি বাঁচয় ।।
বিষেতে অমৃতে একুই হয়।
বিষ জারি করে অমৃত ময় ।।"[২৯] ইত্যাদি।

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"বিশ্বম্ভর সে বিষ পান করে
তাড়োয় করে বিছে হজম
কাকে কি পারে ?
লালন বলে সাধক যারা
বিষ খেয়ে জীর্ণ করে ।।"

অথবা— "সামান্য জ্ঞানে মন কি তাই পারবি রে।
বিষ সুধা করিয়ে জুদা রসিক জনা পান করে ।।"

ঘ. "তাহার মরণ জানে কোন্ জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁচিয়া লেই ।।"[৩০]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"সিরাজ সাঁই কয় অর্থ বচন
জন্মমৃত্যু ফাঁদ্ রে লালন
এড়াবি কিসে ।
জ্যান্তে ম'রে খেলতে পারে
সেই সে যাবে বেঁচে ।।"

ঙ. "তোরা পরপতি সনে শয়নে স্বপনে
সতত করিবি লেহা ।
তোরা সিনান করিবি নীর না ছুঁইবি
ভাবিনী ভাবের দেহা ।
কহে চণ্ডীদাসে এমতি হইলে
তবেত পীরিতি সাজে
তোরা না হইবি সতী না হবি অসতী
থাকিবি ধরণী মাঝে ।।"৩১

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি
হাওয়া ধরে বায় তরণী
তেমনি জেন প্রেম করণি
রসিকের কাছে ।।"

চ. "না বোল না বোল কানুর বোল
ও কথা নাহিক মানি ।
বিষম কপট তাহার প্রেম
ভালে ভালে হাম জানি ।।
নিকুঞ্জ কাননে সঙ্কেত করিয়া
তাঁহা জাগাইল মোরে ।
আন ধনি সনে সে নিশি বঞ্চিয়া
বিহানে মিলল দূরে ।।

শতগুণ হিয়া　　আনল জ্বালিল
চলিয়া আইলুঁ বাস ।
এ হেন শঠের　　বদন না হের
কহয়ে অনন্ত দাস ।।"[৩২]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"ও কালার কথা কেন
বল আজ আমায়
যা শুন্‌লে আগুন লাগে গায় ।।

... ...

যে কৃষ্ণ রাধার অলি
তারে ভুলায় চন্দ্রাবলি
সে কথা আর কারে বলি
ঘিন্নায় জীবন যায় ।।

শতেক ছুঁড়ির বর্ণ চাকা
রাই বলে ধিক তারে দেখা
লালন বলে এবার বাঁকা
সোজা হবে মানের দায় ।।"

উল্লেখযোগ্য যে, রামাত্মিকা বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তো বটেই—সাধারণ পদাবলীর সঙ্গেও লালন-গীতির ভাব-ভাষা এবং প্রকাশ-ভঙ্গিগত সাযুজ্যের আরও নিদর্শন বিদ্যমান ।

৬. শাক্ত-সংগীত

ক. "প্রসাদ বলে, ভক্তি-মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা ।
তুমি লোক-দেখানো করবে পূজা
মা তো আমার ঘুষ খাবে না ।।"[৩৩]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

১. "ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন শাঁই"···

২. "সে ধন পড়লে কি মেলে
হরি ভক্তের অধীন কালে কালে ॥
··· ··· ···
অভক্তে সে দেয় না দেখা
কেবল শুদ্ধ ভক্তের সখা" ··· । ইত্যাদি ।

খ. "হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই—
যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়,
আমার মুক্তি পদেতে কাজ নাই ॥" ৩৪

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"জগৎ মুক্তিতে ভোলালে সাঁই
এবার ভক্তি দাও যাতে চরণ পাই ॥"

গ. "মন, কবে সেবিবে কালী ?
এ কাল ও কাল সেকাল ব'লে
সকল কালই গেল চলি।"৩৫ ··· ইত্যাদি ।

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"(ও মন) হেলায় হেলায় দিন গেল
মহাকাল ঘিরে এল
আর কখন কি করবে বল
রঙ্মহলে প'লে হানা ॥" ···

ঘ. "মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত ।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা,
আমি কি ছাড়া জগত ?
দুর্গা দুর্গা বলে তরে গেল পাপী কত ॥···
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত ॥"৩৬

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"ক্ষম ক্ষম অপরাধ
দাসীর পানে
একবার চাও হে দয়াময় ।।
　　...　　...　　...
কসুর পেয়ে মারো যারে,
আবার দয়া কর তারে
লালন বলে এ সংসারে
আমি কি তোর কেহ নয় ।।"

ঙ. "কর্ম্ম-সূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়াও,
　　বিধির লিপি কপাল-যোড়া ।।" ৩৭

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"সকলি কপালে করে।
কপালের নাম গোপাল চন্দ্র
কপালের নাম গুয়ে গোবরে ।।
　　...　　...　　...
লালন বলে ভাবলে হয় না
বিধির লিপি আর কি ফেরে ।।"

চ. "নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল ।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি ।।" ৩৮

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

চিনি হওয়া মজা কি খাওয়া মজা ।
দেখ দেখি মন কোন্‌টা মজা ।।
　　নির্বাণ মুক্তি সেধে সে তো
　　লয় হয় পশুর মত, মুক্তি মজা—
　　কেমন ক'রে তাতে যায়, দুঃখ সুখ বোঝা ।।

ছ. "কাল হারালাম কালের বশে ।
গেল দিন মা মিছে রঙ্গ-রসে ।।"[৩৯]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"কাল কাটালি কালের বশে ।
এবার যৌবন কাল দিয়ে কালে
কোন্ কালে আর হবে দিশে ।।···

যাদের সঙ্গে রঙ্গে র'লি চিরকাল
কালাকালে তারাই হবে কাল ।। ···ইত্যাদি ।

জ. "ওরে মন তুই কি ব্যাপারে এলি
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ।
গুরুদত্ত রত্ন লয়ে কেন ব্যাপার না করিলি ।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ।।"[৪০]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

ওরে মন তোরে আর কি বলি ।
পেয়ে ধন তুই সব হারালি ।।

মহাজনের ধন এনে
ছিটালি তুই উলু বনে
কি হবে নিকাশের দিনে
সে ভাবনা কই ভাবিলি ।।···ইত্যাদি ।

৭. ভাবের গীত

ক. "থাক্তে আর পারিনে সই কুলে ।
আমি মনের সাধে হেরে কালা চাঁদে
সেই হ'তে র'য়েছি মন ভুলে ।।
মরি হায়
একি রূপ দেখাইলে ।।

তারে বারেক হেরে এক নজরে
　　ভুলল নয়ন মন
ইচ্ছে করে প্রাণ বঁধুকে
　　সঁপি গে জীবন।
যদি ভাবি সখি ও রূপ ভুলে থাকি
　　দু'আঁখি ঝোরে তিলে তিলে ।।"[৪১]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"ওকূল রাখি কি আজ এ কূল রাখি ।
গৌর রূপ হেরে আমার হ'ল একি ।।
না দেখে রূপ ছিলাম ভাল
কোন্ রূপ নয়নে গেল
গৃহ কুল গৌর কুল
　　যাই কোন্ দিকি ।।"

খ. "আদ্যের অনাদি সে আপনি এসেছে।
কাঙ্গাল দেখে সেই যে গুণমণি
　　আপনি কাঙ্গাল হ'য়েছে ।
স্বরূপ নামটি ভাই যেচে বিলাচ্ছে ।।
যোগীগণ বহু কষ্টেতে
বেদ খুঁজিয়া না পায় তারে
　　না পায় ধ্যানে জ্ঞানেতে ।
এখন সেই যে হরি জীবের ভাগ্যে
অযোনি সদয় হ'য়েছে ।।"[৪২]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

১. "সেই কালাচাঁদ ন'দেয় এসেছে"—গানটি, এবং

২. "বেদ আগমে না জানা গেল
ব্রহ্মা ভেবে হদ্দ হ'ল
জীবের কি সাধ্য বল'
　　তারে চিনি ।।"

গ. "যেমন গাছের গোড়ায় থাকলে ব'সে
ফল মেলে হাতে —
ধরলে মানুষ মিলবে মানুষ
সন্ধ কি তাতে ।।"[৪৩]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

১. "এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন ।"...
২. "মানুষে যার আছে বিশ্বাস
সেই দেখিতে পাবে নির্যাস
বর্তমানে··· ।" ইত্যাদি ।

ঘ. "দেখ মগ-ফিরিঙ্গি-ওলন্দাজ-হিন্দু-মুসলমান
এক বীজে হ'য়েছে সৃষ্টি
তাই আছে সব দেহে সমান ।
দেখ ছত্রিশ বর্গ সকলকে
মানুষ ব'লে কয়—
গ্রন্থাকারে লিখছে খুলে
মানুষ একটি হয় ।
যদি এক অংশে সকলের জন্ম হ'ল
আসল নকল বলছে কারে ।।"[৪৪]

তুলনীয় লালন-গীতিকা :

"এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজেই সব জন্ম হ'ল
ফকীর লালন বলে মিছে ফল
ভবে শুনতে পাই ।।"

ঙ. "সত্য বল সুপথে চল আমার মন।
যদি পাবি সে শুদ্ধ সত্য বস্তু ধন
এই কথা শোন ।।

জোর করি চালাবে কমি ঠেকিবে সঙ্কটে
শমন ধরিবে জটে
আর ফেরে ফারে দিতে হবে
করে ষোল আনাতে চুত্তন (?) ।।

ফড়্যা যারা, মজবে তারা, বাটখারা যাদের কম।
ধরি ওসিল করিবে যম।
আর গদিয়ান জহুরি যারা
বস্যে ব্যাপার করছে প্রেম-রতন।

মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক যেতে পারিবে না
পথে আছে এক থানা
সোনার বেনে সোনা চিনে
নেবে নিক্তিতে করে ওজন ।।"[৪৫]

অক্ষয়কুমার দত্ত-নির্দেশিত ও উদ্ধৃত, এ 'ভাবের গীতে'র সঙ্গে নিম্নোক্ত লালন-গীতি তুলনা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। মনে হয়, গানটি লালন-গীতি ভেঙ্গে বিরচিত। কিংবা এমনও হ'তে পারে যে, দত্ত মশায় উক্ত লালন-গীতির বিকৃত ও অসম্পূর্ণ রূপটি সংগ্রহ করে তা 'কর্তাভজাদের গান' ব'লে চালিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, বাউল গান গ্রামাঞ্চলে "ভাব গান" নামে পরিচিত এবং এ-গান বাউল-কর্তাভজা উভয়েরই। তুল্য লালন-গীতিটি এই :

"সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন।
সত্য সুপথ না চলিলে পাবে না মানুষ দরশন।।

খরিদ্দার মহাজন যে জন
তার বাটখারাতে মন
সে আসলে করে কম।
আবার গদিয়ান মহাজন যে জন
সে বসে কেনে প্রেম-রতন।।
... ...

লালন ফকীর আসলে মিথ্যে
ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে
না চিনে আপন ভুবন ।
সই পারলে না এক মন দিতে
আসলেতে প'ল কম ।।''

উপর্যুক্ত তুলনাসমূহে বিভিন্ন মতবাদী কবিদের তত্ত্ব-চিন্তা ও কাব্যকলার সঙ্গে লালন শা'র তত্ত্ব-চিন্তা ও কাব্য-শিল্পের সাধারণ সাযুজ্য দেখানো হ'য়েছে। পূর্বালোচিত বিভিন্ন ধারার কবিদের রচনায় সাধারণতঃ শাস্ত্র-দ্রোহ, গুরুবাদ, আত্মসমর্পণ, আত্মদৈন্য, ভক্তি ও প্রেমের ক্ষেত্রেই এরূপ সাযুজ্য বর্তমান। অন্যথায়, তত্ত্বগত দিক থেকে একমাত্র দোহাকোষ, চর্যাপদ, বৈষ্ণব রাগাত্মিকা পদাবলী ও ভাবের গীতের সঙ্গেই লালন-গীতির তত্ত্ব ও কাব্যগত সাধর্ম্য প্রকট। কিন্তু সন্ত-গাঁথা, ইরাণী গীতি-কবিতা ও শাক্ত-গানের তত্ত্ব-দর্শনের সাথে লালন-গীতির তত্ত্ব-দর্শনের বিশেষ মিল নেই। তথাপি ঐ সব শ্রেণীর গানের সাহিত্যিক রূপভঙ্গির সঙ্গে লালন-গীতির যে সমান্তরতা বিদ্যমান, তা' থেকে লালন-প্রতিভার সমুন্নতি, ব্যাপ্তি ও চিরন্তনত্বের পরিচয় পরিস্ফুট।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে লালন শাহের অবদান

লালন বাউল এবং লোক-কবি। এ-রকম কবির অস্তিত্ব এদেশে কখনও দুর্লভ ছিল না। তথাপি শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সমগ্র জাতির উপর লালনের বিপুল প্রভাব অবিসংবাদিত।

বিংশ শতাব্দীতেও লালন বাঙালীর মনন ও সংস্কৃতিকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করে আছেন। তাই তাঁর গান সংকলন করতে গিয়ে ১৯৪২ সালে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন 'হারামণি' দ্বিতীয় খণ্ডে লেখেন—''এই লোক-কবির বাণী আজ আমাদের বড় প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ মূল্য অবধারণে ইহার বিশেষ প্রয়োজন, তর্ক এবং বিচারে জাতীয় জীবনের যে সকল জটিল গ্রন্থি উন্মোচন সম্ভব হইতেছে না, লালন এবং তাঁহার মত ধ্যানী চিত্তের সংস্পর্শে আসিলে তাহা আপনি খুলিয়া যাইবে।''[৪৬] বস্তুতঃ

১৯৪২ সালে মাত্র নয়, বর্তমানেও এ-আবেদনের মূল্য একেবারে নিঃশেষিত হয়নি। লালনের সমাজ-ধর্ম-শাস্ত্র-সংস্কার-সমালোচনামূলক সংগীতসমূহ যথার্থই নতুন চিন্তার দিগ্‌দর্শক এবং তাঁর মূল্য ভবিষ্যতেও হ্রাস পাবার কথা নয়। এ-কারণে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শহুরে বাঙালী—মানস-সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় প্রায়শঃ তাঁকে স্মরণ করেন। মানুষ, মানবতা, উদারতা ও সুচিন্তার নিকট আবেদন জানাবার কালে তাদের নিকট রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত-লালন প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে লালন শাহের অবদান বিরাট ও বিপুল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বহু রচনা বিনষ্ট ও কালের কপোলতলে বিলীন হবার পরও প্রায় সহস্রাধিক সংগীত আজও জনসাধারণের রস-পিপাসা নিবারণ করছে। এ-সকল গানের মধ্যে তাঁর মনীষার যে বিশেষত্ব প্রকাশমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে তা'ই তাঁর অবদান। কবির এই মানস-ফসল—পরিমাণ ও চারিত্র্যে—উভয়তঃই বিপুল ও বিস্ময়কর।

মনীষার বিশেষত্ব

দার্শনিক কবি হিসেবে লালন-মনীষার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অলৌকিকতা ও অবাস্তবতাকে প্রশ্রয় দেননি এবং মানুষকে স্থাপন করেছেন তাঁর ধর্ম-চেতনার মূল কেন্দ্রে। লালন শাহের আশ্চর্য উজ্জ্বল কবি-দৃষ্টি মৃত্তিকা-নিবদ্ধ। মাটি, মানুষ ও বাস্তব পৃথিবীর বস্তুগত সকল উপাদানের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও জগৎ ও জীবনকে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রেম নিবেদন করেছেন। ধর্ম প্রচারের জন্য অন্যান্য ধর্মতত্ত্ববেত্তার মত তিনি পারলৌকিক পুরস্কার কিংবা শাস্তির বিধান জারী করেননি। বরং তাঁর সংগীতে বস্তুবাদী চেতনার স্পষ্ট ছাপ উৎকীর্ণ।

লালন শাহের বেশ ক'টি গানে পার্থিব জীবন ও ধূলিমলিন বিশ্বের প্রতি মমতা পরিস্ফুট। এসব গানে মধ্যযুগীয় দেবতা-প্রত্যয়ী জীবন-বিশ্বাসের বদলে আধুনিক মানব-প্রত্যয় দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্‌ঘোষিত। তিনি বিপুলা বসুন্ধরা বিশ্বের কেন্দ্রে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এ মানবদেহের বিজয় ঘোষণা করেছেন।

কবি, স্বর্গবাসী দেবতা অপেক্ষা দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত, মর্ত্যবাসী মানব রূপে জন্মগ্রহণ করায়— এ-জীবনকে বলেছেন শ্রেষ্ঠ। জগৎ-সংসার তাঁর নিকট আনন্দ-বাজার। রেনেসাঁর অন্যতম লক্ষণ এ-মর্ত্যমুখীনতা লালনের কবি-দৃষ্টিকে ক'রেছে শাণিত ও আধুনিক। তিনি হ'য়ে উঠেছেন একাধারে অধ্যাত্মবাদী এবং জীবন-রসিক। আর এ-কারণেই লালন স্বয়ং সংসার-ত্যাগী আখড়াবাসী ফকীর হওয়া সত্ত্বেও, সেকালের সামাজিক কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, ধর্মগত কোন্দল, অস্পৃশ্যতা, অসহিষ্ণুতা, অহমিকা, গোঁড়ামী, ভণ্ডামী, জোচ্চুরী প্রভৃতি কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এ-সবের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ হ'য়ে উঠেছে সোচ্চার। কবি হিসেবে তিনি হ'য়ে উঠেছেন সমাজ-ঘনিষ্ঠ। লালন, যুক্তির শাণিত অস্ত্রে মানব-জীবনের সকল অন্তঃসারশূন্যতাকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন। ফলে, সামাজিক অগ্রগতির সপক্ষে সেকালে তাঁর অনেক কবিতা বুদ্ধির মুক্তির সহায়ক ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। বাঙলা কবিতায় যুক্তিবাদী চেতনা সঞ্চারের তিনিই পথিকৃৎ এবং আজও অনন্য, হয়তো বা শ্রেষ্ঠও।

সাহিত্য ক্ষেত্রে লালন-মনীষার বিশেষত্ব নানা ভাবে প্রকাশমান। তিনি মার্কস-এঙ্গেলস্-এর মত সচেতন বুদ্ধি-চর্চা না করে কিংবা সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, বিশ্ব-অর্থনীতি, হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ না জেনেও পারিপার্শ্বিক সমাজ-সমস্যাকে নিজ অভিজ্ঞতায় পরিশীলিত ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্রেণীভেদ-জর্জরিত সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য। আর তা' শীঘ্র সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এ ঐতিহাসিক কার্য আপনা-আপনি সাধিত হবে না। সে-জন্য মানবজাতির সুখ-প্রত্যাশী নিপীড়িত অংশকেই দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে হবে—সে-চিন্তাও তাঁর অনুভূতিগম্য হয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন :

"সুখের আশা থেকলে মনে
দুঃখের ভার নিদানে
অবশ্য মাথায় নিবা—
সুখ চেয়ে সাহস ভাল
শেষকালে নয় পস্তাবা ॥"

উদ্ধৃতাংশে লালন শাহের সংগ্রামী মানসিকতার স্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। তথাপি লালন শাহকে সংগ্রামী কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি বাউল কবি-ই।

লালন-মানস সমাজ-বিশ্লেষণে ও সহজাত প্রবণতা বশে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কবি-দৃষ্টি অঙ্গীকার ক'রেছে এবং জাতিভেদহীন, ধর্ম-কলহহীন, বর্ণ-বৈষম্য ও শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ-প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে ধরেছে। ধর্ম-সমাজ-জাতি-গোত্র বিষয়ক গানের ফোন-কোনটিতে লালন ধনিক শ্রেণী কর্তৃক দরিদ্রদের শোষণ এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর অবসান চেয়েছেন। সমাজ ও সভ্যতার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রতিও তিনি সচেতন নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিপাত ক'রে রচনা ক'রেছেন—"জাতির উৎপত্তি কোথায় সকলে শুধায়", "সবাই শুধায় লালন ফকীর কোন্ জাতির ছেলে" প্রভৃতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ভেদ-বিরোধী গান। এসব গানে, সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে তিনি সমগ্র মানব-সমাজকে অখণ্ড ভাবে ধারণ করেছেন। ফলে, লালনের কবি-দৃষ্টি শুধু স্বধর্মী, স্বসমাজ, স্বজাতি কিংবা স্বদেশের প্রতি নিবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র জগতের দিকেই প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এরূপ বিশ্বাত্মবোধ ও আন্তর্জাতিকতা বাঙলা কাব্য-জগতে আর দেখা যায়নি।

ধর্ম-সংগীত রচনার ক্ষেত্রে লালন-মনীষার অপর বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিভিন্ন মানুষের নানা ধর্মের দিকে স্বীয় কবিতার আবেদন বিস্তৃত ক'রে দিয়েছেন। কবির উদার ও অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধ এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতার জন্যই তিনি নানা ধর্মের বিবিধ উপকরণ কাব্যগত ক'রতে পেরেছেন। গান রচনাকালে লালনের পক্ষে তাই রাধা-কৃষ্ণ, চৈতন্য-নিত্যানন্দ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু, শিব-শক্তির সঙ্গে আশেক-মাশুক, আলী-ফাতিমা, হাসান-হোসেন, আদম-আহাদ, আল্লাহ্-মোহাম্মদ প্রভৃতি হিন্দু-মুসলিম বিভিন্ন ভাব-সাধনার বিবিধ উপকরণকে অবলীলাক্রমে ব্যবহার ক'রতে বাধা হয়নি। ফলে তাঁর গান ব্যাপক ও বিচিত্র ভিত্তি লাভ করেছে। এ বৈশিষ্ট্য এদেশের অপর কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম-সংগীতের নেই বলা চলে।

সেকালের সাহিত্যাবেষ্টনীতে লালনের অপর মানস-বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন কবি ছিলেন। তাঁর জীবনে ও সাধনায় অশ্লীলতার

কোন স্থান ছিল না। তাঁর বিপুল সংখ্যক গানের কোথাও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। অদ্যাবধি সংগৃহীত প্রায় সহস্র-সংখ্যক লালন-গীতির কোনটিতেই অশ্লীলতা কিংবা কদর্যতার স্পর্শ মাত্র নেই। অথচ সে-যুগ শ্লীল-সাহিত্যের যুগ ছিলনা। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত তো বটেই, এমন কি তারপরও কিছুকাল সাহিত্যে নীতিহীনতার-ই আধিপত্য লক্ষণীয়। আর তাই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্বজ্জন সেকালে বাঙ্‌লা কবিতার অনুরাগী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মূল্যায়নকালে ঐ যুগের এ-বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন—"সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না ; যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। ... তখনকার পূজা-পার্বন অশ্লীল— উৎসবগুলি অশ্লীল— দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ্ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী হাফ-আখড়াই অশ্লীলতার জন্য রচিত।"[৪৭] কিন্তু লালন-গীতি অশ্লীলতার জন্য রচিত নয়। লালন-মানসও অশ্লীলতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়নি। এদিক থেকে তিনি যুগের হাওয়া ও রুচির পরিবর্তন ঘটিয়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যের চিরস্থায়ী উপকার সাধন করেন। কবি হিসেবে তাই তিনি নবযুগ প্রবর্তক।

স্ববিরোধ ও সীমাবদ্ধতা

কিন্তু যুগনায়ক হলেও যুগ-পরিবেশ হ'তে লালন শাহ্ নিজেকে সর্বদিক থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে পারেননি। তাই তাঁর মধ্যে যুগ-জীবনের দ্বন্দ্বের প্রতিফলন লক্ষণীয়। কবি হিসেবে একদিকে তিনি 'দেবের দুর্লভ মানব-জন্ম' লাভ ক'রে গৌরবান্বিত ও আনন্দিত ; কিন্তু আবার—ক্লান্তি, মূঢ়তা, বিপর্যয় ও হতাশায় সে-জীবন তাঁর নিকট 'ঝক্‌মারি'। মনের নিকট তাঁর উল্টো প্রশ্ন—"মন তুমি কিসের গৌরব ক'রছ ভবে?" একদিকে জীবনকে তিনি হাসি-আনন্দ, বিত্ত-বিলাস ও ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তিতে সমৃদ্ধ-রূপে প্রত্যক্ষ ক'রছেন, আবার অন্যদিকে স্বশ্রেণীর জন-মানুষের জীবন-লগ্ন দুর্ভিক্ষ, অনাচার, অত্যাচার, শোষণ ও বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিস্ময়ে সখেদে বলেছেন :

"কি করি কোন্ পথে যাই
মনে কিছু ঠিক পড়ে না।
দোটানাতে ভাবছি ব'সে
ঐ ভাবনা ॥"

অত্যুজ্জ্বল আলোক ও এই গভীর অন্ধকার— লালন-মানসের স্ববিরোধ বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-পাক-ভারত উপমহাদেশের-ই আত্মচরিত।

লালন একদিকে ব'লেছেন—'জীবনে সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকলে দুঃখের ভার অবশ্য মাথায় নেবে—নইলে পস্তাবে। সুখের চেয়ে সাহস উত্তম। আবার অন্যদিকে পাপিষ্ঠ ভাগ্যবাদীর মত বলেছেন—'সকলি কপালে করে।' নিয়তির প্রতি অন্ধ আত্মসমর্পণের জন্য, তিনি সমস্ত বিশ্বজগৎ ও ধর্ম-জগতের কেন্দ্রে যে-মানুষকে স্থাপন ক'রেছেন, এরূপে সে মানুষও আর মানুষ থাকেনি—একটা "অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া' মাত্রে পর্যবসিত হ'য়েছে। লালন-মানসের এ দ্বৈত-সত্তা সম্পর্কে আলোকপাত ক'রতে, লিও টলস্টয়ের কবি-চিত্ত সম্পর্কে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন যা বলেছেন, তার আক্ষরিক উদ্ধৃতি উদ্ধরণযোগ্য। তিনি টলস্টয়ের রচনাবলীর উপর মন্তব্য প্রকাশ ক'রতে লিখেছেন—"একদিকে আমরা শুনি সামাজিক মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে তাঁর ঋজু, বলিষ্ঠ ও আন্তরিক প্রতিবাদ; আবার অন্যদিকে আমাদের চোখে পড়ে ··· সেই পরিশ্রান্ত ··· ছিঁচকাঁদুনেকে, যিনি সব সময় বুক চাপড়াচ্ছেন আর হাহাকার করছেন: আমি এক ভয়ংকর পাপী; কিন্তু আমি এখন নৈতিক আত্মশুদ্ধিতে ব্রতী হ'য়েছি; আমি আর মাংস খাইনা, আমি এখন ভাতের মণ্ড খাই।' একদিকে আমরা শুনি পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর নির্মম সমালোচনা, ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার অগ্রগতি এবং শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অধোগতির মধ্যকার গভীর স্ববিরোধের নগ্ন উদ্‌ঘাটন; আবার অন্যদিকে আমাদের কানে আসে হিংসার সাহায্যে 'মন্দের প্রতিরোধ না করার' উন্মত্ত প্রচার। একদিকে আমরা লক্ষ্য করি বাস্তবতার প্রতি অত্যন্ত গভীর অনুভূতিবোধ, সমস্ত রকমের মুখোস ছিঁড়ে ফেলবার তৎপরতা; আবার অন্যদিকে প্রত্যক্ষ করি ··· ধর্ম নামধেয় বস্তুটির প্রচার কার্য।"[৪৮]

টলস্টয় ও লালনের কবি-সত্তার এ-স্ববিরোধ উভয়ের সমকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনেরই দ্বন্দ্ব-সংঘাত সঞ্জাত। উপনিবেশ বাঙলার নেতিবাচক গণ-অনুভূতিই লালন-গীতিতে অনুস্যূত। পরাজিত মানসিকতায় আচ্ছন্নতা, তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ, নিরাপত্তার অভাব, দারিদ্র্য এবং সমাজ-সংকট থেকে জাত ঐতিহাসিক শ্রেণীগত অন্ত-বিরোধ-ই লালন-মানসে পরস্পর-বিরোধী উপাদান সঞ্চয়ে সহায়তা ক'রেছে। তাঁর আত্ম-চৈতন্য ও আত্ম-দৈন্য ছিল সে-যুগের-ই বিশেষ চারিত্র্য।

এছাড়া, কবি-হিসেবে লালন-মানসের কিছুটা সীমাবদ্ধতাও দুর্লক্ষ্য নয়। লালন-গীতিকায় প্রকৃতি ও নিসর্গের কোন ভূমিকা নেই। আধুনিক কবির প্রকৃতি-প্রীতি তাঁর ছিল না। লালন-গীতি তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবেষ্টনী-স্নিগ্ধ নয়। অতিরিক্ত ধর্ম-চেতনা ও বৈরাগ্যই কবিকে প্রকৃতির লাবণ্যময় অধর থেকে ওষ্ঠ্য প্রত্যাহারে বাধ্য ক'রেছে। লালন-গীতি তাই ধূসর কিংবা গৈরিক। মানুষ সম্পর্কে লালনের আগ্রহ সীমাহীন হ'লেও—সে-মানুষ, তাঁর কবিতায় সর্বত্রই পার্থিব নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা' কাল্পনিক একটি ধারণা (Idea) মাত্র। পৃথিবীর ধূলিমাটির সংস্পর্শহীন এ-মানুষ আধুনিক জীবনবাদীর নিকট মোটেই ঔৎসুক্যের বিষয় নয়।

দ্বিতীয়তঃ লালন-গীতিতে নারী সামগ্রিক সত্তায় উপস্থিত নয়। নারী-প্রীতি, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁর কবিতায় স্পষ্ট। কিন্তু অধিকাংশ লালন-গীতিতে নারী রূপক ও প্রতীক মাত্র। তার কোন রূপ নেই, লাবণ্য নেই, মুগ্ধ হবার বা মোহিত করবার মত কোন সম্পদ নেই তার। নারী-দেহের উল্লেখ ব্যতীত, নারীর হৃদয় ও রক্ত-মাংসের বিশেষ কোন স্পর্শ লালন-গীতিকায় কদাচিৎ সঞ্চারিত। অনুরূপ ভাবে ফুল, পাখী, নদী, চাঁদ, মেঘ, পাহাড় প্রভৃতি লালন যখন কাব্যগত ক'রেছেন, তখন তাতে রূপকাধিক্য ঘটেছে। ফলে নৈসর্গিক বস্তুনিচয়ও অধিকাংশ পাঠক-চিত্তকে রসে-লাবণ্যে উত্তেজিত কিংবা আলোকিত ক'রতে সমর্থ নয়। উপমার পরিবর্তে ঐ সব উপকরণের প্রতীক ও রূপক রূপে ব্যবহার-ই—অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ'য়ে উঠেছে অমোঘ নিয়তি।

প্রতিভার মূল্যায়ন

চেতনার ক্ষেত্রে স্ববিরোধ ও আংশিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও জীবন ও জগৎ সম্পর্কে লালন শাহের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবাদী মনোভাব, বস্তু-সংপৃক্ত চিন্তাধারা, অকুণ্ঠ মানব-প্রীতি লক্ষণীয়। তিনি কাহিনী-কাব্য, পাঁচালী, ছড়া কিংবা রসবিভাগ অনুযায়ী লিখিত বৈষ্ণব পদাবলী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নতুন কালের গীতি-কবিতা রচনায় আত্মক্ষেপ করেন। তখন-কার যুগ-সন্ধির বাঙলা সাহিত্যে এসব রচনা সম্পূর্ণ নতুন। সেগুলো যেন সে-কালের কবি, আখড়াই, হাফ-আখড়াই জাতীয় অশ্লীল সাহিত্য-পঙ্কের উপরে ফোটা সুগন্ধি পুষ্প। তা' সমকালের সমস্ত অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা ও কুশ্রীকে কেলাসিত (crystialised) ক'রে জনগণের হৃদয় ও রুচিকে নির্মল ক'রে আপন অধিকার স্থাপন করে। নিছক সাহিত্যের ইতিহাসেও এ-অবদান যথেষ্ট মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ লালন শাহ্-ই প্রথম আধুনিক কবি—যাঁর প্রতিভার স্পর্শে বৈষ্ণব-গীতিকবিতার আঙ্গিকের এক ঘেঁয়েমি অপসৃত—বিচিত্র ছন্দে, বিবিধ মাত্রায় ও নানা রকম পংক্তি এবং স্তবক সজ্জায় নতুন রীতির খণ্ড কবিতার জন্ম সম্ভব হয়। এ-কবিতার সঙ্গে ত্রিপদী পয়ার ও পাঁচালীর সম্পর্ক নিবিড়তর নয়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবির একাবলী, ত্রোটক, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদীর সঙ্গেও তার কোন সংযোগ নেই।

লালন-গীতি যেন কবিতার একটি নতুন দেশ। হঠাৎ-আবিষ্কৃত, নানা-রকম রূপক-উপমায়, ভাবে-ভাষায় সজ্জিত, ফলে-ফুলে ভরা এক নিটোল রসকুঞ্জ। কাব্য-ধারায় লালন তাই লোক-রীতির অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কাব্য-বিশ্বাসে, আঙ্গিকে, ছন্দে ও ভাষা ব্যবহারে বাঙলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম আধুনিক কবি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাংবাদিকতার বাহন ভারত-চন্দ্রীয় অনুপ্রাস-প্রধান প্রাণহীন কবিতা কিংবা রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন-চন্দ্র, কায়কোবাদ প্রভৃতির কৃত্রিম ও নির্জীব মহাকাব্য অথবা বিহারী-লালের কাব্য-লালিত্যহীন সর্গবন্ধনে আবদ্ধ কবিতা থেকে—তা' অনেক উৎকৃষ্ট ও প্রাণময়। লালনের উপর কোন পাশ্চাত্ত্য কবির প্রভাব নেই। সম্পূর্ণ দেশজ আবহাওয়ায় কবিতার শ্রী ও গুণ উভয়েরই উৎকর্ষ সাধনে

তাঁর সিদ্ধি প্রায় তর্কাতীত। তিনি বাঙলা গীতি-কবিতার জগতে সম্পূর্ণ রূপে দেশজ ঐতিহ্য-ভিত্তিক একটি নতুন আকাঙক্ষা জাগ্রত ক'রতে সমর্থ হন—যার প্রভাব ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ ক'রে চরম পরিণতি লাভ করে। ফলে, একথা বলা অসমীচীন নয় যে, তাঁরই রচনায় প্রথম মধ্যযুগীয় রচনারীতির অবসান ঘটেছে এবং আধুনিক গীতিকবিতা রচনার দ্বার উন্মুক্ত হ'য়েছে। বাউল কবি লালন শাহ্‌কে তাই বাঙলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি বলে গণ্য করা যায়।

লালন-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে পরলোকগত মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন—"লালনের মতো দিব্য-দৃষ্টি আর কোন বাউল তথা লোক-কবির ছিল না। কতকালের কোন্ সাধনায় তাঁর অন্তর কিভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তা' বাইরের লোকের জানবার কথা নয়, কিন্তু তাঁর লোকোত্তর চেতনা সমৃদ্ধ হৃদয় থেকে গভীর ধ্যান ও জ্ঞানের কথা, ইহকাল, পরকাল, জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, মানুষ এবং স্রষ্টা সম্পর্কিত বিবিধ জটিল তত্ত্ব ও রহস্যকথা কত সাবলীল রচনা-ভঙ্গীতে যে ধরা পড়েছে, তাঁর রচিত গানগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকলে তা সহজেই বোঝা যায়। তাঁকে তাই তত্ত্বজ্ঞানী মহাকবি বলতে হয়। সহজ সরল বাংলা শব্দের মধ্যে কত যে রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে তাঁর গানের শব্দ প্রয়োগ ও অনায়াস বয়ন-কুশলতাই সে-সাক্ষ্য বহন ক'রছে। এমন ঝরঝরে, নির্ভার তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের কারু-কলা আর কোন লোক-কবির গানে দেখা যায় না। লালন তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ব ও পরবর্তীকালের অন্যান্য লোক-কবি থেকে এখানেই বিশিষ্টতার দাবী করেন। সে-জন্যই লালন শ্রেষ্ঠ বাউল ও লোককবি।"[৪৯] বস্তুতঃ এসব বৈশিষ্ট্য বাউল ও লোক-কবিদের ক্ষেত্রেই শুধু নয়—শিক্ষিত শহুরে কবিদের রচনায়ও দুর্লভ। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মত তিনি সে-যুগের সকল আলো-আঁধারকে একত্রে ধারণ ক'রে একটি প্রাগ্রসর কাব্য-বিশ্বাসের জন্মদান ক'রতে সমর্থ হন। এ-জন্য তাঁকে কোন রূপ কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হয়নি। তিনি সহজাত রস ও শিল্পবোধের বশে প্রশংসনীয় ভাষা-শিল্প, বাণীভঙ্গী, ছন্দ-কুঞ্জী, রুচি ও সংগীতরীতির জনক। এসব কারণে

অত্যন্ত সংগত-বিচারে বলা যায়, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগ-সন্ধিকালে আবির্ভূত মধ্যযুগের অবসান-ঘোষক যুগান্তকারী সর্বশ্রেষ্ঠ মহান গণ-গীতিকবি। বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠতম লোক কবি তো বটেই।

বস্তুতঃ মর্ত্য-প্রেম, সংস্কারহীনতা, অসাম্প্রদায়িকতা, যুক্তিবাদী বিজ্ঞান-চেতনা, মানব-নির্ভর ধর্মমত ও বিশ্বাত্মবাদী সাম্যতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ প্রচারে—লালন-প্রতিভা এমন এক মহৎ মনীষার বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত, যা' কেবলমাত্র এ উপমহাদেশে কিংবা এশিয়া মহাদেশে নয়—সমগ্র পৃথিবীতেও অতিশয় বিরল।

তথ্যনির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোহা, নতুন সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ: ৮৯। সরোজ বজ্রের দোহা।

২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০০। সরোজ বজ্রের দোহা।

৩ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৪। সরোজ বজ্রের দোহা।

৪ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৯। সরোজ বজ্রের দোহা।

৫ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৫। সরোজ বজ্রের দোহা।

৬ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৭। চর্যা--৪০

৭ দ্রষ্টব্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৪। চর্যা-৩৮

৮ দ্রষ্টব্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪২। চর্যা--২২

৯ দ্রষ্টব্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬। চর্যা—৮

১০ দ্রষ্টব্য, হরপ্রসাদ, শাস্ত্রী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৫। চর্যা--৩৯

১১ উদ্ধৃত, ক্ষিতিমোহন সেন, দাদূ (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৪২), পৃঃ ২৪৮। দ্বিতীয় উপকরণ, ৪র্থ অঙ্গ।

১২ উদ্ধৃত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫০। বসুমতী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৮। পাদটীকা—৩

১৩ ক্ষিতিমোহন সেন, দাদূ, পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১১-১২, ৪র্থ প্রকরণ, প্রথম অঙ্গ।

১৪ দ্রষ্টব্য, ক্ষিতিমোহন সেন, দাদূ, পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৩। দ্বি. প., চ. অ.।

১৫ দ্রষ্টব্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভা. উ. স., : প্র. খ., পূর্বোক্ত, পৃ: √., দ্বি. প, তুলসী দাস

১৬ দ্রষ্টব্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভা. উ. স., প্র. খ., পূর্বোক্ত, পৃ: √., দ্বি. প. তুলসী দাস।

১৭ দ্রষ্টব্য, অনাথ নাথ বসু, মীরা বাঈ (ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব-প্রকাশিত, প্রকাশ কাল ও সংস্করণ অনুক্ত), পৃ: ২৮

১৮ উদ্ধৃত, R. A. Nicholson, Th Idea of Personality in Islam (Re-printed, Lahore—1964), P. 74. ইংরেজী থেকে অনূদিত।

১৯ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, দীওআন-ই-হাফিয্ (রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স প্রকাশিত, দ্বি. সং. ঢাকা—১৯৫৯), পৃ: ।।√, ভূমিকায় উদ্ধৃত।

২০ উদ্ধৃত, Edward G. Browne, A. Literary History in Persia. Vol. IV (Cambridge University, London, 1928) Part II, Ch. VI, P. 228.) ফেরদৌসী বিরচিত। হাতিফ্ সম্পর্কে আলোচনা

২১ E. G. Browne. Ibid, PP. 228-29, হাতিফ বিরচিত।

২২ উদ্ধৃত ও অনূদিত, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, পারস্য প্রতিভা-১ম খণ্ড (আখতার হোসেন প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, কলি-১৯৩১), পৃ: ৮৫ খৈয়াম রচিত। ওমর খৈয়াম সম্পর্কে আলোচনা।

২৩ মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, পা. প্র., দ্বি. খ., আছাদুল্লাহ্ এণ্ড ব্রাদার্স প্রকাশিত, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা—১৯৫০। পৃ: ৬৪। আত্তার রচিত। ফরিদ উদ্দীন আত্তার সম্পর্কে আলোচনা।

২৪ মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, পা. প্র. দ্বি. খ., পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫-৬৬। ঐ

২৫ মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, পা. প্র. দ্বি. খ. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৬। ঐ

২৬ মোহম্মদ বরকতুল্লাহ্, পা. প্র. প্র. খ., পৃ: ৬৬

২৭ মনীন্দ্রমোহন বসু, স. সা. কল বি-১৯৩২, পৃ: ১। পদাবলী শাখা, প. সং ১

২৮ মনীন্দ্রমোহন বসু, স. সা. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৩। প. শা. প. সং ৬৬। সাধনার পদ

২৯ মনীন্দ্রমোহন বসু, স. সা. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৬। প. শা. প. সং ৮২। সাধনার পদ

৩০ উদ্ধৃত, M. M. Bose, R P V, I D L, Vol. XXII, C. U.—1932. P. 69, verse No. 780

৩১ দ্রষ্টব্য, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহ্মদ শরীফ সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাঙলা গীতি-কবিতা (মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা-১৩৭৫) পৃ: ২০৫। প. সং. ২৯০। প্রেম তত্ত্ব। প্রসংগত আরও তুলনীয়:

"কলঙ্ক সাগরে সিনান করিবি
এলাইয়া মাথার কেশ।

নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি
সম সুখ দুঃখ ক্লেশ"।

দ্রষ্টব্য, উদ্ধৃত, M. M. Bose. P R V., Ibid. P. 89, Verse No. 797

৩২ সংকলিত : বিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য (জিজ্ঞাসা প্রকাশিত, কলি--১৯৬১), পৃ: ৪৩৯। প. সং. ১২৯। মান। আরও দ্রষ্টব্য, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, শ্রী শ্রী পদকল্পতরু (ব. সা. প. প্রকাশিত কলি-১৩২২), পৃঃ ৩৬৯-৭০, প. সং ৫৫৪। এবং পৃ: ৩৩২, ৩৬২ । প. সং যথাক্রমে ৪৯৫ ও ৫৪১।

৩৩ অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, শাক্ত-পদাবলী, ক. বি. ১১৪২, পৃ : ১৮৬, প. সং ২২১

৩৪ অমরেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৬। প. সং. ১৯৫। ভক্তের আকূতি, নীলু ঠাকুরের দলের গীত।

৩৫ অমরেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ : ১৮৯। প. সং. ২২৬। মনোদীক্ষা। রোহিনীকুমার বিদ্যাভূষণ।

৩৬ অমরেন্দ্রনাথ রায়. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৬-৩৭। প. সং. ১৫৭। ভক্তের আকূতি, রামপ্রসাদ সেন।

৩৭ অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, শা. প., পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৯। পদসংখ্যা ২২৭। মনোদীক্ষা।

৩৮ রামপ্রসাদ। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সাধক কবি রামপ্রসাদ, (ভট্টাচার্য সন্স লিমিটেড প্রকাশিত, কলি--১৯৫৪), পৃ. ২৯১

৩৯ ঐ, পৃষ্ঠা : ৩০৪

৪০ ঐ, পৃষ্ঠা : ৩০৯

৪১ নিজের সংগৃহ থেকে উদ্ধৃত।

৪২ ঐ

৪৩ ঐ

৪৪ ঐ

৪৫ দ্রষ্টব্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভা. ব. উ. স. প্র. খ., পূর্বোক্ত, পৃ. : ২২৮। প. সং. ৫। "কর্তাভজা"।

৪৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হা. ম. দ্বি. খ., (ক. বি. ১৯৪২), পৃ. ১৮/-২\। ভূমিকা।

৪৭ দ্রষ্টব্য, (ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, কলি—১৩৬৬), পৃ: ৮৫৩

(খ) শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলি, ১৩৬২, ঐ, পৃ: ২৫৭-৫৮

(গ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস --প্রকাশিত, কলি---১৩৪৫), পৃ: ১৫। কৈলাসচন্দ্র বসুর বক্তব্য দ্রষ্টব্য।

৪৮ দ্রষ্টব্য, (ক) ভি. আই. লেনিন, সাহিত্য-শিল্প প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন (কলি—১৯৫৮), পৃ: ১২২

(খ) V. I. Lenin. On Literature and Art (Progress publishers. Moscow-1967, P. 29 Quted from Collected Works. Vol. 15, PP.202-09.

৪৯ মুহম্মদ আবদুল হাই, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকা—১৯৬৫) পৃঃ ১৯০-৯১